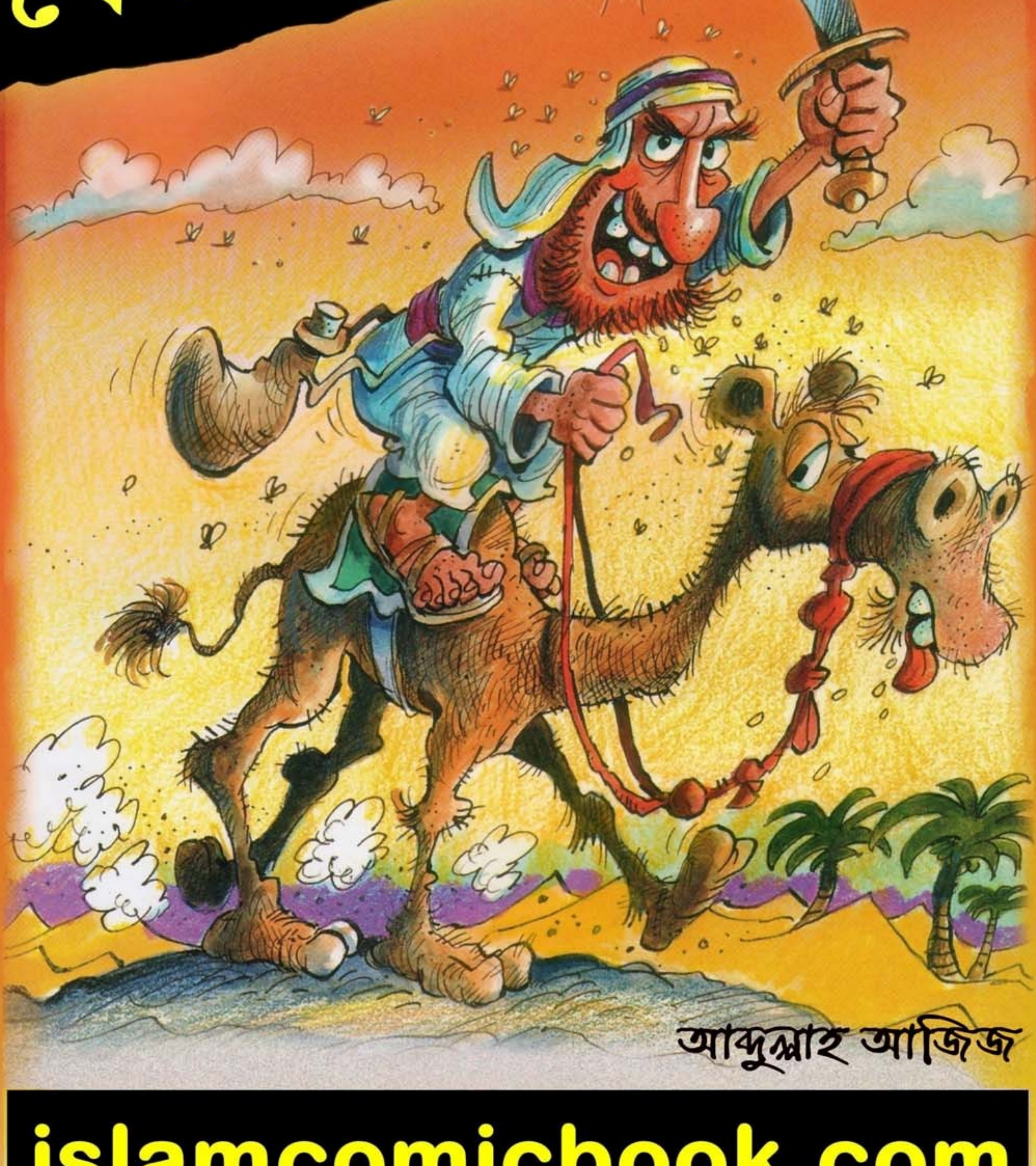
হজরত মহাউন্মাদ ও কোরান-হাদিস রঙ্গ



islamcomicbook.com



মুমিন-মুছলমানরা এই বলে বেড়ান যে তাদের ধর্মগ্রন্থ সর্বশ্রেষ্ট, বিজ্ঞানে ভরপুর ও উহা অতি প্রগতিশীল। বিজ্ঞানীরা কোনো তত্ত্ব উদ্ভাবন করলেই তারা সাথে সাথে তা কোরানে আগে থেকেই আছে বলে লক্ষ-ঝম্প শুরু করেন। কিন্তু তাদেরকে আপনি যদি অনুরোধ করেন এখনো আজানা এমন কোনো তত্ত্ব শুধু কোরান দিয়ে বের করে দিতে অথবা জিজ্ঞেস করেন কোরান পড়ে এমন কোন জ্ঞান তারা অর্জন করেছেন যা অন্য কোথাও থেকে সম্ভব নয় তবে যে জবাব পাবেন তাতে শুধু বিনোদনেরই খোরাক যোগাবে। বস্তুত কোরান মুহাম্মদ ও তার সঙ্গীদের দ্বারা রচিত আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে আরব অঞ্চলে প্রচলিত রূপকথা ভর্তি অসংগতিপূর্ণ এক পুঁথিগ্রন্থ যা সুদীর্ঘ ২৩ বছরে রচিত। মুহাম্মদ কোরান রচনার সময় তাতে সমসাময়িক ও আগেকার কবিদের থেকে এমনকি ইহুদি-খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থ থেকেও বেশ কিছু মাল-মশলা ঢুকিয়ে দিয়েছেন যদিও তাদের প্রতি তার ঘৃণার অন্ত ছিল না। যখনই তার প্রয়োজন হয়েছে নিজের ইচ্ছেমত আয়াত নাজিল করে নিয়েছেন। এমনকি ব্যক্তিগত ব্যাপার-স্যাপার, হিংসা-বিদ্বেষ-যুদ্ধ, বিবির সাথে দেন-দরবার ইত্যাদি কারণেও নাজিল করানো আয়াতের অভাব নেই। মুহাম্মদ হেরা নামক এক গুহা থেকে বের হয়ে নিজেকে নবী বলে দাবি করলেন। নবুয়তির এ উদ্ভট দাবি শুনে লোকে তাকে পাগল, উন্মাদ বলত যার সাক্ষী স্বয়ং কোরান। নবুয়তি দাবির এক যুগ (৬১০-৬২২) পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করে মাত্র দেড় শতের মত অনুসারী সংগ্রহ করতে পারলেন তিনি। উল্লেখ্য, মক্কায় অবস্থান কালে মুহাম্মদ যেসব আয়াত নাজিল করে নিয়েছিলেন সেগুলো ছিল বড়ই প্রেমময় কারণ এর ব্যতিক্রম হলে গদামের ভয় ছিল। বিভিন্ন জায়গায় হিজরতের চেষ্টা করে সুবিধা করতে ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত মদিনায় পালিয়ে যান ও বেশ প্রভাব-প্রতিপত্তি করে ফেলেন। সংগত কারণে ইছলামী গজবের বেশির ভাগ আয়াতই মদিনায় নাজিল করানো হয়। শেষে মক্কা দখল করে কাবা থেকে সকল মূর্তি ধ্বংস করে একে পৌত্তলিকদের কল্পিত দেবতা আল্লাহ এর আস্তানা হিসাবে গড়ে তোলেন ও মনের মাধুরী মিশিয়ে আল্লার ধারণায় পরিবর্তন আনেন।

একজন যুক্তিবাদি কোরান ও হাদিসের বাণীগুলো শুনলে তা শুধু তার আলৌকিক বলে বিশ্বাস করা দূরের কথা- হাসির উদ্রেকই করবে। মানুষের মৌলিক অধিকার মত প্রকাশের স্বাধীনতা, কৌতুক-বিনোদন উপভোগ করা- সেটা ধর্মগ্রন্থের পাতা থেকে হোক কিংবা কারো বাস্তব জীবন থেকেই হোক। পবিত্র ধর্মবিশ্বাস আহত হওয়ার অজুহাত গ্রহণযোগ্য কোনো কারণ হতে পারে না। আমরা দেখেছি কোরান-হাদিসে এমন অনেক অনেক কৌতুককর ঘটনার বর্ণনা রয়েছে যা একজন ব্যক্তিকে শুধু নির্মল বিনোদনই প্রদান করবে না বরং সেই সাথে ধর্মগ্রন্থগুলোর গোবর্জনাগুলোও দেখিয়ে দেবে আঙুল তোলে। একটু মগজ খাটালেই এগুলো বিশ্বাসের প্রশ্নই আসে না বরং নিজেকে ধর্মবিশ্বাসী পরিচয় দিতে লজ্জিত হওয়ার কথা একজন ব্যক্তির। তো এবার চলুন, বিনোদন লাভের জন্য কোরান-হাদিস একটু ঘেটে আসি...

আল্যাপাঁক মানুষকে বান্দর বানালেন!







আল-কোরান

সূরা আল-বাকারা, ২: ৬৫   তোমরা তো ভাল করেই তাদের জানো যারা তোমাদের মধ্যে শনিবারে আদেশ (সাবাতের দিনে আল্লাহর আদেশের সীমা) লঙ্ঘন করেছে অতঃপর আমি তাদের (শুধু এটুকুই) বলেছি, যাও তোমরা সবাই অপমানিত বানরে পরিণত হয়ে যাও।

সূরা আল-আরাফ, ৭: ১৬৩   তাদের কাছে সেই জনপদের কথা জিজ্ঞেস করো যা ছিল সাগর পাড়ে অবস্থিত। সেখানকার মানুষরা শনিবারে সীমালঙ্ঘন করত, শনিবারে মাছগুলো তাদের কাছে উচু হয়ে পানির উপরিভাগে ভেসে আসতো যা অন্যকোনোদিন আসতো না। তাদের অবাধ্যতার কারণেই আমি তাদের অনুরূপ পরীক্ষা নিয়েছিলাম।

সূরা আল-আরাফ, ৭: ১৬৬   তাদের যেসব কাজ থেকে নিষিদ্ধ করা হচ্ছিল তারা তা করে যাচ্ছিল, তখন আমি তাদের বললাম তোমরা লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও।





সূরা আন-নিসা, ৪:১৫৪ আর আমি তাহাদিগকে আদেশ করি শনিবার দিন (মাছ ধরা) সমন্ধে (নিষেধাজ্ঞা বিষয়ে শরিয়তের) সীমা লঙ্ঘন করিও না, অতঃপর আমি তাহাদিগকে আজাবে নিপতিত করি।

ইহুদিরা ইঁদুর ও শূকর বনে গেল









আল-হাদিস

সহিহ বুখারি, ৪.৫৪.৫২৪ নবীজি বলেছেন, এক দল ইসরাইলী হারিয়ে গিয়েছিল। কেউ জানে না তাদের ক্ষেত্রে কী ঘটেছিল। কিন্তু আমি তাদের দেখেছি অভিশপ্ত হয়ে ইঁদুরে পরিণত হতে। তাই আপনি যদি ইঁদুরদেরকে উটের দুধ দেন তবে তারা তা পান করবে না কিন্তু ভেড়ার দুধ দিলে তা পান করবে।

(১) ইসরাইলীদের জন্য উটের মাংস ও দুধ অবৈধ ছিল কিন্তু ভেড়ার দুধ ও মাংস তাদের জন্য বৈধ ছিল। তাই তারা ইঁদুরে পরিণত হওয়ার পরেও তাদের মধ্যে এই গুণ দেখা যাচ্ছিল।

(২) পরবর্তীতে নবীজি জেনেছিলেন যে তারা শূকর ও বানরেও পরিণত হয়েছিল।

মহাউন্মাদের উপর হইল ওহি নাজিল !

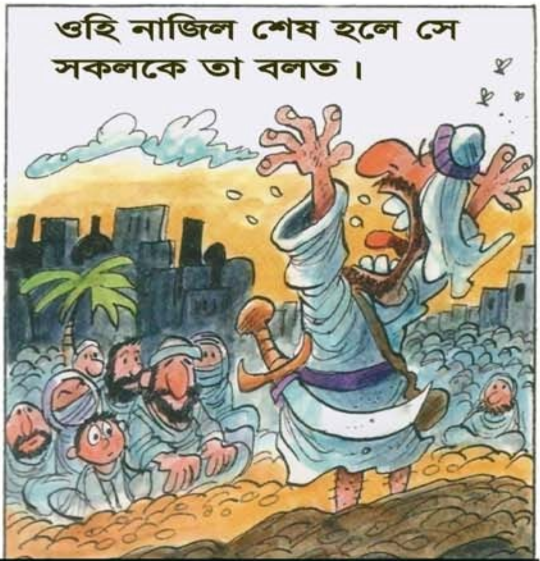








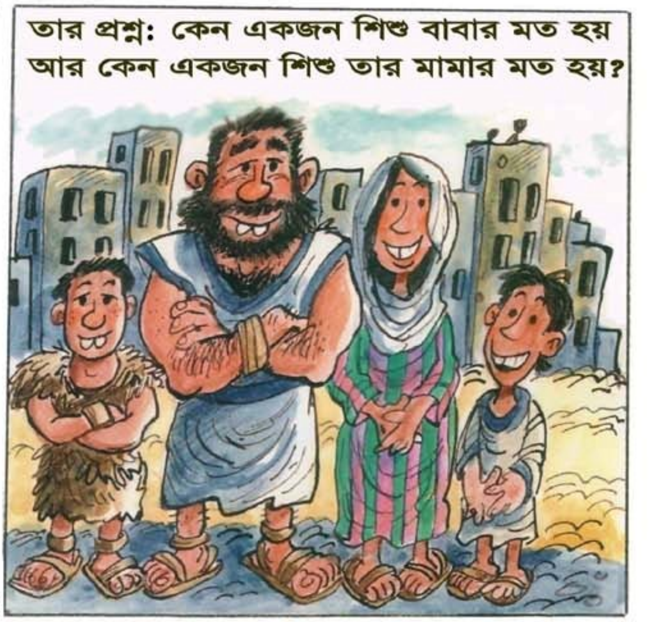




আল-হাদিস, সহিহ বুখারি, ১.১.২ ও ৪.৫৪.৪৩৮ হারিস বিন হিশাম নবীজিকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কাছে ওহি কিভাবে আসে? রসুল বললেন, মাঝে মাঝে আমি একটি ঘন্টাধ্বনির শব্দ শুনতে পাই। সহিহ বুখারি, ৬.৬০.৪৭৮-৪৮০ ও ১.১.৩ আয়েশা বলেছেন, ওহি নাজিল হত ঘুমের মধ্যে সত্য স্বপ্ন রূপে। সহিহ বুখারি, ৬.৬১.৫০৮ ও ৫.৫৯.৬১৮ ওহি নাজিলের সময় হজরতের মুখ লাল হয়ে উঠল ও তিনি জোরে শ্বাস ফেলছিলেন। সহিহ মুসলিম, ৭.২৬৫৪ ওহি নাজিলের সময় হজরতকে কাপড় দিয়ে ঢাকা হয়েছিল ও তিনি উটের মত শব্দ করেন। সহিহ বুখারি, ৪.৫৪.৪৬১, ৬.৬০.৪৪৭ ও ৪৪৮ নবীজি আকাশে একটি শব্দ শোনে বিস্মিত হয়ে দেখেন আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানে একজন ফেরেশতা চেয়ারে বসে আছেন। তা দেখে তিনি ভয় পেয়ে মাটিতে পড়ে যান ও ঘরে চলে গেলে তাকে কম্বল দিয়ে ঢাকা হয়। তখন নাজিল হয়, হে কম্বল ওয়ালা ব্যক্তি (সুরা মুজাম্মিল, ১-৫)।

নবীত্বের পরীক্ষা!!







আল-হাদিস

সহিহ বুখারি, ৪.৫৫.৫৪৬ আব্দুল্লাহ বিন সালাম নবীজিকে বললেন আমি আপনাকে ৩ টি প্রশ্ন করতে যাচ্ছি যেগুলোর উত্তর একজন নবী ছাড়া আর কেউ দিতে পারবেন না। তার ৩য় প্রশ্ন ছিল, কেন একজন শিশু বাবার মত হয় আর কেন একজন শিশু তার মামার মত হয়?



নবীজি বললেন,"জিবরাইল এই মাত্র আমার কাছে এগুলোর উত্তর বলে গেছেন।
বাবা-মায়ের যৌন সঙ্গমের সময় যদি আগে বাবার বীর্যপাত ঘটে তবে সন্তান তার বাবার মত হবে আর যদি মায়ের বীর্যপাত আগে ঘটে তবে সন্তান তার মায়ের মত হবে"। আবদুল্লাহ বললেন আমি সাক্ষী দিচ্ছি আপনি আল্লার রসুল।

নবুয়তির সিল !





আল-কোরান

সূরা আহযাব, ৩৩:৪০ মুহাম্মদ তোমাদের কোনো ব্যক্তির পিতা নন বরং তিনি আল্লাহর রসুল ও নবুয়তির সিল (খাতাম)।

আল-হাদিস

সহিহ মুসলিম, ৩০.৫৭৯০ জাবির বললেন: আমি হজরতের পিঠে সিল দেখতে পেলাম যা ছিল কবুতরের ডিমের মত।

সহিহ মুসলিম, ৩০.৫৭৯২ আস সাইব হতে বর্ণিত: ....আমি আল্লাহর নবীর দুই কাঁধের মধ্যে সিল দেখতে পেলাম।

সহিহ মুসলিম, ৩০.৫৭৯৩ আব্দুল্লাহ হতে বর্ণিত: আমি নবীজির দুই কাঁধের মধ্যে তিলের মত ছোট ছোট দাগ দেখতে পাই যা ছিল নবুয়তির সিল।

উটের নবুয়তি কাণ্ড!





আল-কোরান

সূরা আ'রাফ, ৭:৭৩ সামুদ সম্প্রদায়ের কাছে আল্লাহর কাছ থেকে একটি প্রমাণ এসে গেছে। এটি আল্লাহর উট যা তোমাদের জন্য প্রমাণ। অতএব একে ছেড়ে দেও, আল্লাহর ভূমিতে চরে বেড়াবে। এর কোনোরূপ অনিষ্ট করলে আল্লাহর ভীষণ শাস্তি তোমাদের পাকড়াও করবে।

সূরা আ'রাফ, ৭:৭৭ অতঃপর তারা উটকে হত্যা করল এবং স্বীয় প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল। তারা বলল, হে সালেহ, নিয়ে এস যদ্বারা আমাদের ভয় দেখাতে যদি তুমি রসুল হয়ে থাক।

সূরা ক্বামার, ৫৪: ২৭ আমি তাদের পরীক্ষার জন্য এক উট প্রেরণ করব, অতএব তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখ এবং সবর কর।

সূরা ক্বামার, ৫৪: ২৯ অতঃপর তারা তাদের সঙ্গীদের ডাকল ও একে (উটকে) ধরল ও হত্যা করল।

সূরা ক্বামার, ৫৪:৩০-৩১ অতঃপর কেমন কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী। এতেই তারা হয়ে গেল শুষ্ক শাখা পল্লব নির্মিত দলিত খোয়াড়ের ন্যায়।

তিনশত বছর ঘুমিয়ে ছিল যারা









আল-কোরান

সূরা কাহফ, ১৮ঃ ৯-২৫ আপনি কি ধারণা করেন যে, গুহা ও গর্তের অধিবাসীরা আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর ছিল? যখন যুবকরা পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করল ও দোয়া করলঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে আপনার কাছ থেকে রহমত দান করুন এবং আমাদের জন্যে আমাদের কাজ সঠিকভাবে পূর্ণ করুন। তখন আমি কয়েক বছরের জন্যে গুহায় তাদের কানের উপর নিদ্রার পর্দা ফেলে দেই। অতঃপর আমি তাদেরকে পুনরুত্থিত করি, একথা জানার জন্যে যে, দুই দলের মধ্যে কোন দল তাদের অবস্থানকাল নির্ণয় করতে পারে। .... তুমি মনে করবে তারা জাগ্রত, অথচ তারা নিদ্রিত। আমি তাদেরকে পার্শ্ব পরিবর্তন করাই ডানদিকে ও বামদিকে। তাদের কুকুর ছিল সামনের পা দুটি গুহার দ্বারে প্রসারিত করে। .... গুহায় (নিদ্রিত অবস্থায়) তাদের তিনশ বছর, অতিরিক্ত আরো নয় বছর অতিবাহিত হয়েছিল।

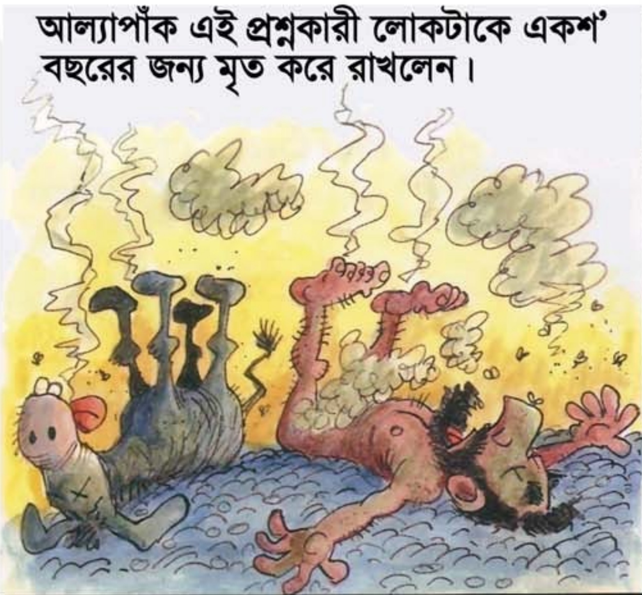
('কাহফ' শব্দের অর্থ পার্বত্য গুহা। গর্তবাসীদের এই অদ্ভুত গল্প নিয়ে এই সূরা রচিত বলেই এই সূরার নাম 'সূরা কাহফ'।)

যে লোকটি একশ' বছরের জন্য মরে গিয়েছিল!



আল-কোরান

সূরা আল-বাকারা, ২ঃ২৫৯ তুমি কি সে লোককে দেখনি, যে এমন এক জনপদ দিয়ে যাচ্ছিল যেখানকার বাড়ীঘরগুলো ভেঙ্গে ছাদের উপর পড়ে রয়েছিল? সে বলল, কেমন করে আল্লাহ মরণের পর একে (জনপদের বাসিন্দাদের) জীবিত করবেন? অতঃপর আল্লাহ তাকে মৃত অবস্থায় রাখলেন একশ' বছর, তারপর তাকে উঠালেন। আল্লাহ বললেন, কত কাল তুমি এভাবে ছিলে? সে বলল, আমি ছিলাম, একদিন কিংবা একদিনের কিছু কম সময়। আল্লাহ বললেন, তা নয়; বরং তুমি তো একশ' বছর এভাবে ছিলে।





নব্বই ফুট উচ্চতার আদম!

আল-হাদিস

সহিহ বুখারি ৪.৫৫.৫৪৩

নবীজি বলেছেন, আল্লাহ আদমকে ৯০ ফুট (৬০ কিউবিট) উচ্চতাসম্পন্ন করে সৃষ্টি করেছিলেন।



হজরত মহাউন্মাদ বলেছিলেন, আদম ৯০ ফুট উচু ছিলেন; যা একটি বহুতল দালানের সমান।

হজরত মহাউন্মাদ ও কুত্তা-বিলাই



আল-হাদিস

সহিহ বুখারি, ৪.৫৪.৫৩৯ নবীজি বলেছেন, ফেরেশতা ঢুকেন না সেই ঘরে যে ঘরে কুকুর বা কোনো ছবি রয়েছে।

সহিহ বুখারি, ৪.৫৪.৫৪০ সহিহ মুসলিম, ২.৫৫১ ও ১০.৩৮০৯ নবীজি আদেশ করেছেন কুকুরগুলোকে হত্যা করে ফেলতে।

সহিহ মুসলিম, ১০.৩৮১০ নবীজি নির্দেশ দিয়েছেন কুকুর হত্যার জন্য এবং কুকুর হত্যার জন্য তিনি মদিনার বিভিন্ন অঞ্চলে লোক পাঠিয়েছিলেন।

সহিহ মুসলিম, ১০.৩৮০৮ নবীজি কুকুর ও বিড়াল কেনাবেচা অনুমোদন করেন নি।

মহাউন্মাদের জিহাদ



আল-কোরান, সূরা আল-বাকারা, ২:২১৬ তোমাদের জন্য যুদ্ধ ফরজ করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়তো কোনো একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তোবা কোনো একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর। বস্তুত আল্লাহ যা জানেন, তোমরা তা জান না।

সূরা-আনফাল, ৮:১৭ সুতরাং তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি,বরং আল্লাহই তাদেরকে হত্যা করেছেন।

সূরা আল-বাকারা, ২: ১৯১ তোমরা তাদেরকে যেখানেই পাও সেখানেই হত্যা করো।

আল-হাদিস, সহিহ বুখারি, ৪.৫২.২২০ নবীজি বলেছেন, আমি বিজয়ী হয়েছি সন্ত্রাসের মাধ্যমে।

নাকের ভেতরে শয়তান!









আল-হাদিস

সহিহ বুখারি, ৪.৫৪.৫১৬ নবীজি বলেছেন, কেউ ঘুম থেকে উঠে ওজু করলে সে তার নাকের মধ্যে তিনবার পানি ঢুকিয়ে ও বের করে দিয়ে তা ধৌত করা উচিত কারণ শয়তান তার নাকের উপরিভাগে সারা রাত্রি অবস্থান করেছিল।

সহিহ মুসলিম, ২.৪৬২ নবীজি বলেছেন, তোমাদের কেউ ঘুম থেকে উঠে ওজু করলে সে তার নাক তিন বার ধুতে হবে কারণ শয়তান তার নাকের ভেতরে রাত কাটিয়েছে।

মন্তব্যঃ মুমিন-মুছলমানদের জানার কোনো উপায় নেই শয়তান তাদের নাকে নাকি অন্য কোথাও অবস্থান করেছিল অথবা শয়তান নামক কিছুর অস্তিত্ব আছে, নবীজি বলেছেন বলেই কি তারা সবকিছু বিশ্বাস করে ফেলবে? শয়তান, ফেরেশতা ইত্যাদি অতি উদ্ভট বিষয়েও বিশ্বাস যারা করে তাদের মাথায় কি আদৌ ঘিলু নামক কিছুর অস্তিত্ব আছে?



দাবা খেলিবেন না!

আল-হাদিস

সহিহ মুসলিম, ২৮.৫৬১২

নবীজি বলেছেন, যে দাবা খেলবে সে যেন তার হাত শুকরের মাংস ও রক্ত দিয়ে শুকিয়ে নিয়েছে।



অমুসলিমদের অন্ত্র সাতটি!



আল-হাদিস

সহিহ মুসলিম, ২৩.৫১১৩ নবীজি বলেছেন, একজন অমুসলিম খাদ্য গ্রহণ করে সাতটি অন্ত্র দিয়ে যেখানে একজন মুসলিম তা করে একটি অন্ত্র দিয়ে। (আরো দেখুন সহিহ মুসলিমের ৫১১৩ নং হাদিস থেকে ৫১২০ পর্যন্ত)

প্রার্থনার সময় উপরের দিকে তাকাবেন না



আল-হাদিস

সহিহ মুসলিম ৪.৮৬৩ প্রার্থনার সময় আকাশের দিকে তাকানো ঠিক না কেননা তাতে চোখ কোটর থেকে বেরিয়ে আসবে।

সহিহ মুসলিম ৪.৮৬২ নবীজি বলেছেন, প্রার্থনার সময় যে আকাশের দিকে তাকায় সে যেন তা না করে নইলে তার দৃষ্টিশক্তি হারাবে।

মাছির অলৌকিক পাখা !

যাও, মাছিযুক্ত পানি পান করে নাও। মাছি কোনো সমস্যাই নয় কারণ এর এক পাখায় রোগ থাকে আর আরেক পাখায় তাকে প্রতিষেধক।



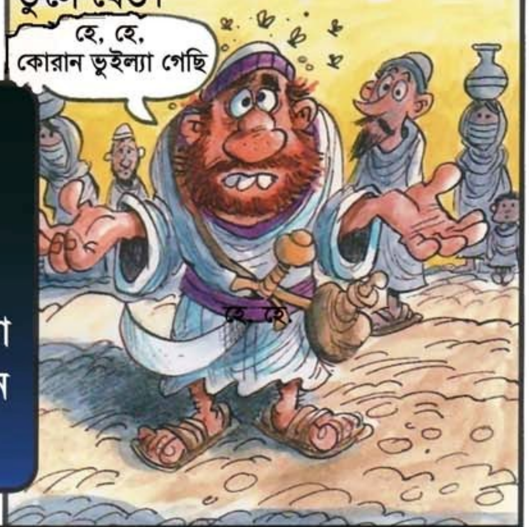
আল-হাদিস

সহিহ বুখারি, ৭.৭১.৬৭৩ নবীজি বলেছেন, যদি মাছি কোনো পাত্রে পড়ে তবে একে ঐ পাত্রে পুরোপুরি ডুবিয়ে দিবেন কারণ এর এক পাখায় রোগ থাকে এবং অন্য পাখায় থাকে প্রতিষেধক।

সহিহ বুখারি, ৪.৫৪.৫৩৭ নবীজি বলেছেন, যদি ঘরের মাছি কোনো পানীয়ের উপর পড়ে যায় তবে একে পুরো ডুবিয়ে নিবেন কারণ এক পাখায় রোগ থাকে এবং অন্য পাখায় থাকে প্রতিষেধক।

কোরান ভুইল্যা গেলাম রে...

মাঝে মাঝে মহাউন্মাদ নিজেই কোরান ভুলে যেত।



আল-হাদিস

সহিহ বুখারি, ৬.৬১.৫৫৮ ও ৬.৬১.৫৬২

হজরত আয়েশা থেকে বর্ণিত, নবীজি একদিন রাত্রি বেলায় শুনলেন একজন লোক মসজিদে কোরান পাঠ করছে। নবীজি বললেন, আল্লাহ লোকটির উপর করুণা বর্ষণ করুক। সে আমাকে কোরানের কিছু আয়াত মনে করিয়ে দিয়েছে যা আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

কোরানিক সূর্যাস্ত

অস্ত যাওয়ার পর সূর্য কোথায় হারিয়ে যায়?



সূর্য তখন ডুবে যায় এক কর্দমাক্ত জলাশয়ে। তাই অন্ধকার আসে।



আল-কোরান

সূরা কাহফ, ১৮.৮৬ অবশেষে তিনি যখন সূর্যাস্তের দেশে পৌছলেন; তখন তিনি সূর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে ডুবে যেতে দেখলেন।

যাদুর কবলে মহাউন্মাদ!!



আল-হাদিস

সহিহ বুখারি, ৭.৭১.৬৬১ আয়েশা হতে বর্ণিত, নবীজিকে যাদু করা হয়েছিল ফলে তিনি কিছু কাজ না করেও তা করে ফেলেছেন ভাবতেন।

সহিহ বুখারি, ৭.৭১.৬৫৮ আয়েশা বলেছেন, বনি জারাইক গোত্রের লাবিদ বিন আল-আসাম নবীজিকে যাদু করেছিল ফলে তিনি যে কাজটি করেন নি তা করে ফেলেছেন বলে ভাবতেন।

সহিহ বুখারি, ৭.৭১.৬৬০ আয়েশা বলেছেন, নবীজিকে যাদু করা হয়েছিল ফলে তিনি তার বিবিদের সাথে যৌন সঙ্গম না করেও মনে করতেন তা করে ফেলেছেন।

মহাউন্মাদের মাথায় উকুন!



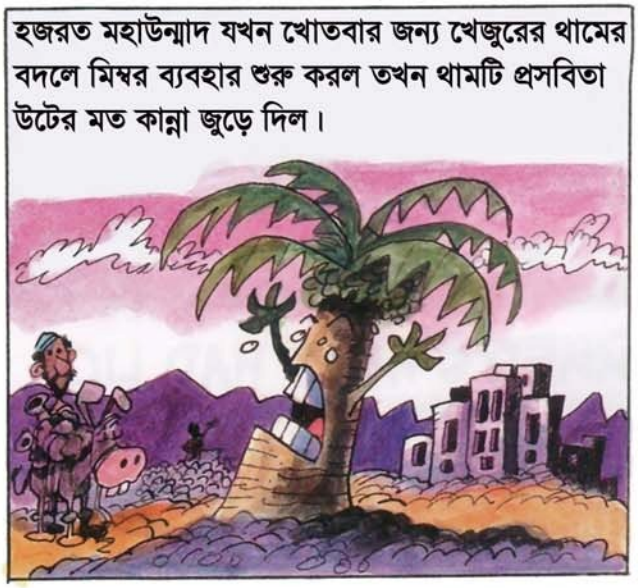
আল-হাদিস

সহিহ বুখারি ৯.৮৭.১৩০ নবীজি উবাদা বিন আস-সামিতের স্ত্রীর কাছে বেড়াতে গেলেন। সে নবীজিকে খাবার দিল ও তার মাথার উকুন খুঁজে বের করা শুরু করলো।

মহাউন্মাদের নির্দেশঃ উটের মূত্র পান করুন!



বিচ্ছেদ জ্বালায় খেজুর গাছের ক্রন্দন!





আল-হাদিস

সহিহ বুখারি ২.১৩.৪১ মসজিদের মধ্য একটি খেজুর গাছের থাম ছিল যার পাশে দাঁড়িয়ে নবীজি খোতবা পাঠ করতেন। যখন তার জন্য মিম্বর প্রস্তুত হল ও তিনি খেজুর গাছে থাম ছেড়ে মিম্বরের উপর খোতবা দিতে শুরু করলেন তখন ঐ থাম প্রসবিতা উটের মত কাঁদতে শুরু করল। নবীজি যখন মিম্বর হতে নেমে ওই থামের উপর হাত বুলালেন তখন সে কান্না বন্ধ করল।

সহিহ বুখারি ৪.৫৬.৭৮৩ নবীজি একটি খেজুর গাছের কাণ্ডের পাশে দাঁড়িয়ে ধর্মীয় ভাষণ দিতেন। যখন এ কাজের জন্য মিম্বর প্রস্তুত হল ও তিনি এ মিম্বর ব্যবহার শুরু করলেন তখন খেজুর গাছের কাণ্ডটি কান্না শুরু করলে নবীজি এর উপর হাত বুলালেন।

আঙ্গুলের মধ্য হতে নিঃসৃত হলো জলধারা!

মুসলমানরা পানির সংকটে পড়েছিল।



মহাউন্মাদের আঙ্গুলের মধ্য হতে নিঃসৃত হওয়া অলৌকিক পানি তাদের প্রয়োজন মেটালো।



সহিহ বুখারি ৪.৫৬.৭৭৯ একদা আমরা নবীজির সাথে একটি ভ্রমণে ছিলাম এবং পানির সংকটে পড়লাম। তিনি বললেন, তোমাদের কাছে যা পানি আছে তা নিয়ে এসো। লোকেরা সামান্য পানি পূর্ণ একটি পাত্র নিয়ে এলো। তিনি তাতে হাত ডুবালেন ও পানির জন্য প্রার্থনা করলেন। আমি দেখলাম, নবীজির হাতের আঙ্গুলের মধ্য হতে পানি নির্গত হচ্ছে।

আল-হাদিস

সহিহ বুখারি ১.৪.১৭০, ৪.৫৬.৭৭২ - ৪.৫৬.৭৭৬

নবীজির সম্মুখে এক পাত্র ওজুর পানি হাজির করা হলো, তিনি তার হাত ঐ পাত্রে রাখলেন এবং সকলকে ওজু করতে আদেশ করিলেন। নবীজির হাতের তালুর নিচ হতে আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে পানি উথলে উঠতেছিল এবং উপস্থিত সকলে উহা দ্বারা ওজু করিতে সমর্থ হলো। সেখানে তিনশত বা তিনশতের জনের কাছাকাছি লোক ছিল।

খাদ্যদ্রব্য আল্যার প্রশংসা করে !

আল-হাদিস

সহিহ বুখারি ৪.৫৬.৭৭৯

আমরা শুনেছি খাদ্যদ্রব্য আল্লাহর প্রশংসা করছে যখন আমরা তা খাচ্ছিলাম।



খাদ্যদ্রব্য আল্লাহর প্রশংসা করছে !



কবরে আল্যার হাতুড়ি



আল-হাদিস

সহিহ বুখারি ২.২৩.৪২২ নবীজি বলেছেন, যখন একজন মানুষকে কবরে শোয়ানো হয় ও তার সাথীরা তাকে ছেড়ে আসতে থাকে তখন দুইজন ফেরেশতা তার কাছে এসে তাকে বসিয়ে প্রশ্ন করে, মুহাম্মদ সম্পর্কে তুমি কি বলতে? একজন অমুসলিম বা মুনাফিক সেক্ষেত্রে আগত ফেরেশতাকে বলবে, আমি জানি না, আমি তাই বলতাম যা লোকেরা বলত। তাকে বলা হবে, তুমি জানলেও না (কোরান থেকে) হেদায়েতও নিলে না। তারপর তাকে তার দুই কানের মধ্যখানে লোহার হাতুড়ি দিয়ে পেটানো হবে এবং সে কাঁদতে থাকবে, তার কান্না মানুষ ও জ্বীন ছাড়া সকলেই শুনতে পাবে।

মহাউন্মাদের নারীপ্রীতি!



আয়েশা বলেছেন, আল্লাহর নবী পৃথিবীতে তিনটি জিনিস পছন্দ করতেন, সুগন্ধী, নারী ও খাদ্য। (Ibn Sa'd's Kitab Tabaqat Al-Kubra, Volume 1)

হাসান বসরি লিখেছেন, আল্লাহর রসুল তার জীবনে পৃথিবীর দুটি জিনিসের প্রতি আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন - নারী আর সুগন্ধী। (Ibn Sa'd's Kitab Tabaqat Al-Kubra, Volume 1)

সহিহ বুখারি, ১.৫.২৬৮ আনাস ইবনে মালিক ও কাতাদা থেকে বর্ণিত: তারা বলেন, নবীজি দিনে বা রাতে পর্যায়ক্রমে (মধ্যবর্তী ফরজ গোসল ছাড়া) ১১ জন বিবির সঙ্গে সঙ্গম করতেন (৯ জন বিবাহ সূত্রে ও ২ জন দাসী)। কাতাদা বলেন, আমি আনাসকে জিজ্ঞেস করলাম, হজরতের কি এতই শক্তি ছিল? তিনি বললেন, আমাদের মধ্যে এই কথা প্রসিদ্ধ ছিল যে, নবীজি ৩০ জন পুরুষের (যৌন) শক্তি আল্লাহর তরফ থেকে প্রাপ্ত ছিলেন।

৬০০ ডানার জিবরাইল!

হজরত মহাউন্মাদ জিবরাইলকে দেখেছেন ৬০০ ডানাযুক্ত অবস্থায়!



আল-হাদিস

সহিহ বুখারি, ৬.৬০.৩৮০ মুহাম্মদ জিবরাইলকে দেখেছেন ৬০০ টি ডানাযুক্ত অবস্থায়।

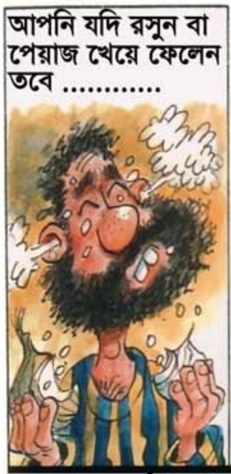
রাত্রিকালীন নামাজ না পড়ার বিপদ

নামাজ না পড়ে ঘুমিয়ে পড়লে শয়তান কানের মধ্যে প্রস্রাব করে।



আল-হাদিস, সহিহ বুখারি, ২.২১.২৪৫ নবীজিকে একজন লোক সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে নামাজ না পড়ে সকাল পর্যন্ত ঘুমিয়েছিল। তা শুনে নবীজি বললেন, শয়তান লোকটির কানের উপর প্রস্রাব করেছে।
আল-হাদিস, সহিহ বুখারি, ২.২১.২৪৬ আল্লাহ রাত্রের শেষ তৃতীয় ভাগের সময় প্রথম আকাশে এসে ডাকতে থাকেন কেউ কি আছ আমার কাছে প্রার্থনা করবে?

পেয়াজ-রসুন বিপত্তি





আল-হাদিস

সহিহ বুখারি, ১.১২.৮১৪ নবীজি বলেছেন, যে পেঁয়াজ বা রসুন খাবে সে যেন মসজিদ থেকে দূরে থাকে অথবা নিজ গৃহে অবস্থান করে।

সহিহ বুখারি, ১.১২.৮১৫ একজন লোক আনাসকে জিজ্ঞেস করেছিল, আপনি নবীজিকে রসুন সম্পর্কে কিছু বলতে কি শুনেছেন? তিনি বললেন, নবীজি বলেছেন, যে তা খাবে সে যেন আমার কাছে না আসে এবং আমাদের সাথে নামাজ পড়তে না আসে।

সহিহ বুখারি, ৭.৬৫.৩৬৩ নবীজি বলেছেন, যে পেয়াজ বা রসুন খাবে সে যেন আমাদের থেকে দূরে থাকে।

'হাই' আসে শয়তান থেকে



আল-হাদিস

সহিহ বুখারি ৪.৫৪.৫০৯ নবীজি বলেছেন, 'হাই' আসে শয়তান থেকে, তোমাদের কারো হাই উঠলে যতটা সম্ভব তা থেকে নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা করা উচিত। হাই উঠার সময় কেউ 'হা' শব্দ করলে শয়তান তার প্রতি হাসে।

সহিহ মুসলিম, ৪২.৭১২৯ আল্লার রসুল বলেছেন, 'হাই' আসে শয়তান থেকে।

সহিহ মুসলিম ৪২.৭১৩০ আল্লার রসুল বলেছেন, যখন হাই উঠে তখন মুখ হাত দিয়ে বন্ধ করে দেয়া উচিত কারণ তা না হলে শয়তান মুখের ভেতর ঢুকবে। (আরো দেখুন, ৪২.৭১৩১ থেকে ৪২.৭১৩৩ পর্যন্ত)

মহিলাদের লাইগ্যাই দোজখ





আল-হাদিস

সহিহ বুখারি ১.২.২৮ নবীজি বলেছেন, আমি দোজখে দেখেছি বেশিরভাগই নারী যারা ছিল অকৃতজ্ঞ। তারা তাদের স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ ছিল।

সহিহ বুখারি, ১.৬.৩০১ নবীজি বলেছেন, ও মহিলারা, তোমরা দান-খয়রাত কর, কারণ আমি দেখেছি বেশিরভাগ দোজখবাসীই মহিলা কারণ তারা তাদের স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ ও স্বামীকে অভিশাপ দেয়।

সহিহ বুখারি, ২.১৮.১৬১ নবীজি বলেছেন, আমি বেশির ভাগ দোজখে অবস্থানকারীই দেখেছি মহিলা যার কারণ ছিল তাদের অকৃতজ্ঞতা।

পরিত্রাণের নেই কোনো নিশ্চয়তা!

হজরত মহাউন্মাদ নিজেই জানতেন না আল্লাহ বিচারের দিন তার সাথে কেমন ব্যবহার করবেন।



আল-হাদিস

সহিহ বুখারি ৫.৫৮.২৬৬ নবীজি বলেছেন, আমি আল্লাহর রসুল হওয়া সত্ত্বেও নিশ্চিত নই আল্লাহ আমার সাথে কেমন ব্যবহার করবেন।

সূর্যগ্রহণের ভয়ে মহাউন্মাদ!

আল-হাদিস

সহিহ বুখারি ২.১৮.১৬৭ সূর্যগ্রহণ শুরু হলে নবীজি উঠে দাঁড়ালেন এবং ভয় পেলেন যে হয়তো মহাপ্রলয়ের দিন এসে গেছে। তিনি মসজিদে নামাজ পড়তে চলে গেলেন।



সূর্যগ্রহণ শুরু হলে হজরত মহাউন্মাদ ভয় পেলেন যে হয়তো মহাপ্রলয়ের দিন এসে গেছে!



খেজুর পাতায় নাজাত মিলে!



আল-হাদিস

সহিহ বুখারি, ২.২৩.৪৪৩
নবীজি একদা দুটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যেখানে পরলোকগত কবরের দুই বাসিন্দার শাস্তি হচ্ছিল। তিনি তখন দুটি সবুজ খেজুর পাতা নিয়ে এগুলো কবর দুটোতে রেখে দিলেন।

মহাউন্মাদের গাত্রবর্ণ



আল-হাদিস

সহিহ বুখারি ১.৩.৬৩ আনাস বিন মালিক হতে বর্ণিত, আমরা যখন নবীজির সাথে মসজিদে বসা ছিলাম তখন একজন লোক উটের উপর চড়ে সেখানে এল। সে তার উটকে বেঁধে রেখে জিজ্ঞেস করল, “আপনাদের মধ্যে কে মুহাম্মদ?” এ সময় নবীজি তার হাতে ভর দিয়ে বসেছিলেন। আমরা জবাব দিলাম, “সাদা রঙ্গের লোক যিনি হাতে ভর দিয়ে বসে আছেন।

সহিহ বুখারি ২.১৭.১৪১ নবীজি তার হাত তুললেন ও তার সাদা বগল দৃশ্যমান হল।

সহিহ বুখারি ৪.৫৬.৭৪৪ নবীজি সাদা রঙ্গের ছিলেন । [redacted]

সহিহ বুখারি ৪.৫৬.৭৪৭ নবীজি ছিলেন মাঝারি উচ্চতার, বেশি লম্বাও ছিলেন না খাটোও না। একদম পুরোপুরি সাদা ছিলেন না আবার গাঢ় তামাটেও ছিলেন না। তার চুল পুরোপুরি কোঁকড়ানো ছিল না আবার তা সরলও ছিল না।

হজরতের উরু মোবারক হয়ে গেল অনাবৃত

আল-হাদিস

সহিহ বুখারি, ১.৮.৩৬৭ আনাস বলেছেন, যখন আল্লার রসুল খায়বারের একটি গলি খুব তাড়াতাড়ি অতিক্রম করছিলেন তখন আমার হাটু তার উরুতে লেগে ছিল। তিনি উরু অনাবৃত করলেন এবং আমি দেখলাম তার উরু সাদা বর্ণের।



হজরত তার কেশ রাঙিয়ে তুললেন



আল-হাদিস

সহিহ বুখারি ১.৪.১৬৭ আব্দুল্লাহ বিন উমর বলেছেন, আমি নবীজিকে চুলে রং করতে দেখেছি এবং তাই এটি পছন্দ করি। (আরো দেখুন, সহিহ বুখারি, ৪.৫৬.৭৪৭, ৭.৭২.৭৮৫)

মহাউন্মাদের শিশুবিবাহ

হজরত মহাউন্মাদ আয়েশাকে ছয় বছর বয়সে বিয়ে করেন।



........এবং নয় বছর বয়সে তাকে স্ত্রী হিসাবে ঘরে তুলে নেন।



আল-হাদিস

সহিহ বুখারি, ৫.৫৮.২৩৬ নবীজি আয়েশাকে ছয় বৎসর বয়সে বিয়ে করলেন ও নয় বৎসর বয়সে মিলনের মাধ্যমে বিয়েতে পূর্ণতা আনলেন।

সহিহ মুসলিম, ৮.৩৩০৯ আয়েশা বলেছেন, আল্লার রসুল আমাকে ছয় বছর বয়সে বিয়ে করেন এবং নয় বছর বয়সে আমাকে তার ঘরে তোলেন।

মহাউন্মাদ ও ইথিওপিয়াবাসী



আল-হাদিস

সহিহ বুখারি ১.১১.৬৬২ নবীজি বলেছেন, ইথিওপিয়াবাসী যাদের চুল কিশমিশের মত তাদের মধ্য হতেও যদি কেউ তোমাদের নেতা হয় তবুও তোমরা তাকে মান্য কর।

মহাউন্মাদের সিনা মোবারক উন্মুক্ত করলেন জিবরাইল











আল-হাদিস

সহিহ বুখারি, ১.৮.৩৪৫ নবীজি বলেছেন, আমি যখন মক্কায় ছিলাম তখন একদিন আমার ঘরের ছাদ খোলে জিবরাইল ঘরে ঢুকলেন এবং আমার বুক উন্মুক্ত করলেন ও বুকের ভেতরের দিকটা জমজমের পানি দ্বারা ধৌত করলেন। তারপর তিনি একটি স্বর্ণের পাত্রভর্তি জ্ঞান ও ইমান বুকের ভেতরে ঢেলে দিলেন ও বুক বন্ধ করে দিলেন।

সমাপ্ত



হজরত মহাউন্মাদ ও কোরান–হাদিস রঙ্গ

কমিক বইটির রচয়িতাঃ আব্দুল্লাহ আজিজ

মূল ইংরেজি ভাষায় বইটি ডাউনলোডের ঠিকানাঃ

High resolution: www.islamcomicbook.com/comics/english/pdfs/MBOE-HIRES.pdf
Size: 91.4 MB

Normal: www.islamcomicbook.com/comics/english/pdfs/MBOE.pdf
Size: 6.83MB

সহিহ বুখারি-এর লিংক: **www.cmje.org/religious-texts/hadith/bukhari**

সহিহ মুসলিম-এর লিংক: **www.cmje.org/religious-texts/hadith/muslim**

বাংলা অনুবাদ ও সম্পাদনা বিষয়ে আপনার অভিমত জানানঃ

allar_hawala.uk88@yahoo.com

allarhawala@gmail.com

WWW. DHORMOCKERY.COM